

১৬ মার্চ ২০২০ইং

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সংবাদ সম্মেলনে আইইডিসিআর-এর পরিচালক

সাংবাদিকদেরকে নিয়মিত অবহিতকরণের অংশ হিসেবে আজ বেলা ১২টায় আইইডিসিআর মিলনায়তনে COVID-19 সংক্রমণের নানা দিক, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরেন আইইডিসিআর-এর পরিচালক প্রফেসর ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা।

বাংলাদেশের করোনা ভাইরাস রোগী পরিস্থিতি

বাংলাদেশে আজ আরো ৩ জন নতুন রোগী সনাক্ত হয়েছে। আজ পর্যন্ত কোভিড-১৯ সনাক্ত রোগী মোট ৮ জন। এর মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে সবাই সুস্থ হয়ে বাড়িতে গেছেন। এ তিন জনের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিগণ কোয়ারেন্টিনে ভাল আছেন। গত ১৩ মার্চ রাতে আইইডিসিআর ভাইরোলজি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে ২ জনের নমুনাতে কোভিড-১৯ সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। তাদের একজনের সংস্পর্শে আসা তার পরিবারের ৩ জন সদস্যের নমুনা পরীক্ষা করে কোভিড-১৯ পাওয়া গিয়েছে। এ তিন জনের ১ জন ২৫ বছর বয়সী নারী, ১ জন ৬ বছর বয়সী মেয়ে ও ১ জন ২ বছর বয়সী ছেলে। এ ৩ জন মৃদু লক্ষণযুক্ত।

পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে স্বেচ্ছা/গৃহ কোয়ারেন্টিন মেনে চলার আহ্বান

কোভিড-১৯ আক্রান্ত যে সব দেশে স্থানীয় সংক্রমণ ঘটেছে সে সব দেশ থেকে আগত যাত্রীগণ (দেশী-বিদেশী নাগরিক) অবশ্যই ১৪ দিন কোয়ারেন্টিন পালন করুন। এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ আক্রান্ত দেশসমূহ থেকে দেশে ফেরত আসা কোনো কোনো প্রবাসী বাংলাদেশী স্বেচ্ছা/গৃহ কোয়ারেন্টিন পালন করছেন না। কেউ কেউ এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছেন যে, তারা কোভিড-১৯ মুক্ত। এটা ঠিক যে, তারা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু তারা গত ১৪ দিনের মধ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্ত দেশে অবস্থান করেছেন। এমনকি তারা সুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোভিড-১৯ মুক্ত প্রমাণিত হলেও বা সেখানে কোয়ারেন্টিন সম্পন্ন করলেও এর পর যে কোন সময় সে দেশে থাকাকালীন বা বিমানে-ট্রানজিটে অবস্থানকালে ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হতে পারেন, হয়তো এখনো সংক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। কিন্তু ১৪ দিনের মধ্যে তার মধ্যে সুপ্ত কোভিড-১৯ এর গণ্ফণ প্রকাশিত হতে পারে। তাই দেশে ফেরার পর মোট ১৪ দিন পর্যন্ত তিনি অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকবেন। আক্রান্ত দেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা কিংবা কোয়ারেন্টিন করা একজন ব্যক্তিকে টিকা নেবার মত কোভিড-১৯ প্রতিরোধী হিসেবে তৈরী করে না। তাই কোভিড-১৯ আক্রান্ত দেশে স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা কোয়ারেন্টিন করলেও তাদেরকে এদেশে প্রবেশ করবার পরে আবার কোয়ারেন্টিন করতে হচ্ছে।

আক্রান্ত দেশসমূহ থেকে আগত সবাইকে নিজেদের, পরিবারের, সমাজের ও দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কষ্ট স্বীকার করে স্বেচ্ছা/গৃহ কোয়ারেন্টিন মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা আশা করি তারা সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশের বিদ্যমান আইন ভঙ্গ করবেন না। আইন ভঙ্গের ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি(বর্গ)কে বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে অবস্থান করার জন্য কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে যারা রয়েছেন, তাদের কারো কারো মধ্যে অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তাদের আচরণ মর্যাদাপূর্ণ হবে এ আশা করছি। তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থেই কোয়ারেন্টিনের মেয়াদ পূর্ণ করা প্রয়োজন। আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে আমরা আপনাদের পাশে আছি।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইটালি ও সৌদী আরবে কয়েক জন প্রবাসী বাংলাদেশী কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন। সিঙ্গাপুরে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশী রোগীর অবস্থার উন্নতি হয় নি। আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি।

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালনায় আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরসমূহ, সমুদ্র বন্দরসমূহ, স্থল বন্দরসমূহে বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রীর তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (১৬ মার্চ ২০২০ইং)

বিষয়	২৪ ঘন্টার সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যাবধি
মোট ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	১০০৬৩	৬১৬০৭৫
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা*	৩৭২৮	৩০৫৭৮৮
দু'টি সমুদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দর) ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	১৯১	৭৬৮৩
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	০	৭০২৯
অন্যান্য চালু স্থলবন্দরগুলোতে ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা	৬১৪৪	২৯৫৫৭৫

* গত ০৭/০২/২০২০ থেকে সকল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট) বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রীকে ক্রিনিং করা হচ্ছে।

** কোনো কোনো বন্দর থেকে প্রতিবেদন সময় মত না পেলে তা পরের দিনের সংখ্যার সাথে যোগ করে মোট সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে।

আইইডিসিআর হটলাইনে প্রতিদিন কোভিড-১৯ বিষয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া হয়। ভাইরোলজি ল্যাবরেটরিতে কোভিড-১৯ আক্রান্ত সন্দেহে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

হটলাইন সেবা ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার সর্বশেষ পরিস্থিতিঃ (১৬ মার্চ ২০২০ইং)

বিষয়	২৪ ঘন্টার সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যাবধি
আইইডিসিআর হটলাইনে মোটকলের সংখ্যা	৪২০৫	৩৪৭৪৭
আইইডিসিআর হটলাইনে COVID-19 সংক্রান্ত মোটকলের সংখ্যা	৪১৬৪	২৫১৩৫
আইইডিসিআরএ আগত COVID-19 সংক্রান্ত মোট সেবাগ্রহীতার সংখ্যা	২০	৪১৩
COVID-19 পরীক্ষাকরা মোট নমুনার সংখ্যা	২৭	২৬৮
COVID-19 আক্রান্ত হয়েছেন এমন সন্দেহে বিভিন্ন হাসপাতালে অন্ততঃ ল্যাবরেটরি পরীক্ষা পর্যন্ত আইসোলেশনে আছেন তাদের সংখ্যা	১০	-
বিদেশে COVID-19 আক্রান্ত দেশ থেকে আগত যাত্রী যারা প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে আছেন তাদের সংখ্যা	৪	-
নিশ্চিতকৃত COVID-19 সংক্রমিত ব্যক্তিদের মোটসংখ্যা	৩	৮

কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- নিয়মিত সাবান ও পানি দিয়ে দুই হাত ধোবেন (অন্তত ২০ সেকেন্ডযাবৎ)
- অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করবেননা
- ইতোমধ্যে আক্রান্ত এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন
- কাশিশিষ্টাচার মেনে চলুন (হাঁচি/কাশির সময় বাহু/ টিস্যু/ কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখুন)
- অসুস্থ হলেঘরে থাকুন, বাইরে যাওয়া অত্যাৱশ্যক হলে নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন
- কারো সাথে হাত মেলানো (হ্যান্ড শেক), কোলাকুলি থেকে বিরত থাকুন
- জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত বিদেশ ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং এ সময়ে অন্য দেশ থেকে প্রয়োজন ব্যতীত বাংলাদেশ ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করুন
- অত্যাৱশ্যকীয় ভ্রমণে সাবধানতা অবলম্বন করুন
- অত্যাৱশ্যকীয় নয় এমন সব জাতীয়-আন্তর্জাতিক সভা-সমাবেশ-সম্মেলন আয়োজন না করাই ভাল
- অতি বয়স্ক, দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতায় (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, অ্যাজমা, কিডনী সমস্যা, ক্যান্সার প্রভৃতি) ভুগছেন এমন ব্যক্তিগণ ভীড় এড়িয়ে চলুন

হটলাইনের নম্বরসমূহ

- ৩৩৩
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বাতায়নের হটলাইন নম্বরঃ ১৬২৬৩
- আইইডিসিআর-এর হটলাইনের নম্বরঃ ০১৫৫০০৬৪৯০১, ০১৫৫০০৬৪৯০২, ০১৫৫০০৬৪৯০৩, ০১৫৫০০৬৪৯০৪, ০১৫৫০০৬৪৯০৫, ০১৪০১১৮৪৫৫১, ০১৪০১১৮৪৫৫৪, ০১৪০১১৮৪৫৫৫, ০১৪০১১৮৪৫৫৬, ০১৪০১১৮৪৫৫৯, ০১৪০১১৮৪৫৬০, ০১৪০১১৮৪৫৬৩, ০১৪০১১৮৪৫৬৮, ০১৯২৭৭১১৭৮৪, ০১৯২৭৭১১৭৮৫, ০১৯৩৭০০০০১১, ০১৯৩৭১১০০১১

স্বা/ =

অধ্যাপক ডাঃ মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা
পরিচালক

ফোন নম্বরঃ ০২-৯৮৪২২৭০